বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০

(২০১০ সনের ৪৯ নং আইন)

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, বস্ত্র বিজ্ঞান, বস্ত্র ব্যবস্থাপনা, বস্ত্র প্রকৌশল ও বস্ত্র প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রসরমান বিশ্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং দেশে উহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে জ্ঞান চর্চা, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর এবং এতদসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ ও উদ্ভাবনকল্পে একটি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঢাকার তেজগাঁও এ অবস্থিত কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে উন্নীত ও রুপান্তরক্রমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১।(১) এই আইন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সে তারিখে এই আইন কার্যকর হইব।

*এস, আর, ও নং ৩৯৫-আইন/২০১০, তারিখ: ২০ ডিসেম্বর, ২০১০ ইং দ্বারা ০৮ পৌষ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২২ ডিসেম্বর, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ উক্ত আইন কার্যকর হইয়াছে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “অধিভুক্ত কলেজ” অর্থ বস্ত্র বিজ্ঞান, বস্ত্র ব্যবস্থাপনা, বস্ত্র প্রকৌশল ও বস্ত্র প্রযুক্তি বিষয়ে পাঠদান করা হয় এমন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কোন কলেজ, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধিভুক্ত;

(২) “অনুষদ” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ;

(৩) “অর্থ কমিটি” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কমিটি;

(৪) “ইনস্টিটিউট” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত বা স্থাপিত কোন ইনস্টিটিউট;

(৫) “উপ-কমিটি” অর্থ ধারা ৪৭ এর অধীন গঠিত কোন উপ-কমিটি;

(৬) “একাডেমিক কাউন্সিল” অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(৭) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১৮ তে উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্তৃপক্ষ;

(৮) "কর্মকর্তা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মকর্তা;

(৯) "কর্মচারী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারী;

(১০) "কোষাধ্যক্ষ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ;

(১১) "গবেষণা, টেস্টিং ও পরামর্শ কেন্দ্র" অর্থ ধারা ২৬ এর অধীন স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা, টেস্টিং ও পরামর্শ কেন্দ্র;

(১২) "চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর;

(১৩) "ট্রাস্টি বোর্ড" অর্থ ধারা ৪২ এ উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড;

(১৪) "ডরমিটরী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের একক ও অস্থায়ী আবাসন;

(১৮) "ডীন" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অনুষদের ডীন;

(১৯) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(২০) "নির্ধারিত" অর্থ সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(২১) "প্রক্টর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর;

(২২) "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর;

(২৩) "প্রভোষ্ট" অর্থ কোন হলের প্রশাসনিক প্রধান;

(২৪) "পরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ধারা ৮ এ উল্লিখিত অন্য কোন পরিচালক;

(২৫) "পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(২৬) "বিভাগ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ;

(২৭) "বিভাগীয় প্রধান" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের প্রধান;

(২৮) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়;

(২৯) "বিশ্ববিদ্যালয় বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিশ্ববিদ্যালয় বিধি;

(৩০) "ভাইস-চ্যান্সেলর" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(৩১) "মঞ্জুরী কমিশন আদেশ" অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order (P. O. No. 10 of 1973);

(৩২) "মঞ্জুরী কমিশন" অর্থ মঞ্জুরী কমিশন আদেশের অধীন গঠিতUniversity Grants Commission of Bangladesh;

(৩৩) "সংবিধি" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি;

(৩৪) "রেজিস্ট্রার" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(৩৫) "শিক্ষক" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক,প্রভাষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃত অন্য কোন ব্যক্তি;

(৩৬) "শিক্ষার্থী" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষাক্রমে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র-ছাত্রী;

(৩৭) "সিন্ডিকেট" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

(৩৮) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৩৯) "সংস্থা" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সংস্থা; এবং

(৪০) "হল" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘবদ্ধ জীবন এবং সহ-শিক্ষাক্রম শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণাধীণ আবাসন।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

৩।(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী ঢাকার তেজগাঁও এ অবস্থিত কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে উন্নীত ও রূপান্তরক্রমে উহার স্থান ও আঙ্গিনায় বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, কোষাধ্যক্ষ, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিল সমন্বয়ে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর সকল প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত

৪। যে কোন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং শ্রেণীর পুরুষ ও নারীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় উন্মুক্ত থাকিবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা

৫। এই আইন এবং মঞ্জুরী কমিশন আদেশের বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা :-

(ক) বস্ত্র বিজ্ঞান, বস্ত্র ব্যবস্থাপনা, বস্ত্র প্রকৌশল ও বস্ত্র প্রযুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, গবেষণা পরিচালনা, জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) গবেষণালব্ধ উপাত্ত, ফলাফল এবং প্রযুক্তিগত তথ্যাদি অব্যাহতভাবে সম্প্রসারণ;

(গ) এই আইন বা বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন;

(ঘ) সংবিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে বস্ত্র বিজ্ঞান, বস্ত্র প্রকৌশল ও বস্ত্র প্রযুক্তি এবং বস্ত্র ব্যবস্থাপনায় ডিগ্রী, ডিপ্লোমা ও অন্যান্য একাডেমিক সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ প্রদান;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী বস্ত্র বিজ্ঞান, বস্ত্র প্রকৌশল, বস্ত্র প্রযুক্তি ও বস্ত্র ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও গবেষণা সমপ্রসারণের লক্ষ্যে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজন অনুযায়ী পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ প্রদান;

(চ) বিভাগ এবং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম নির্ধারণ;

(ছ) বিভাগ, অনুষদ, ইনস্টিটিউটের মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন সম্পন্ন করিয়াছেন এবং সংবিধির শর্তানুযায়ী গবেষণাকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন এমন ব্যক্তিদের পরীক্ষা গ্রহণ এবং উহার ফলাফলের ভিত্তিতে ডিগ্রী ও অন্যান্য একাডেমিক সম্মাননা প্রদান;

(ঝ) সংবিধিতে বিধৃত পদ্ধতিতে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে সম্মানসূচক ডিগ্রী বা অন্য কোন সম্মাননা প্রদান;

(ঞ) অনুষদ বা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী নহেন এমন ব্যক্তিদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রদানের উদ্দেশ্যে বক্তৃতামালা প্রদান ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সংবিধির শর্ত অনুযায়ী ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রদান;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দেশে-বিদেশে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা ও যৌথ গবেষণা কর্মসূচী গ্রহণ;

(ঠ) মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদনক্রমে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের পদ সৃষ্টি এবং সংশ্লিষ্ট সিলেকশন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ব্যক্তিগণকে সেই সকল পদে নিয়োগ প্রদান;

(ড) শিক্ষার্থীদের বসবাসের জন্য হল স্থাপন, উহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;

(ঢ) মেধার স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবিধি, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি ও প্রবিধান অনুযায়ী ফেলোশীপ, স্কলারশীপ, পুরস্কার, সম্মাননা ও পদক প্রবর্তন এবং বিতরণ;

(ণ) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নের জন্য একাডেমিক যাদুঘর, পরীক্ষাগার, গবেষণা কেন্দ্র,কর্মশিবির, বিভাগ, অনুষদ এবং ইনস্টিটিউট স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা;

(ত) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষর্থীদের শৃংখলা তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ, সহ-শিক্ষাক্রম কার্যাবলীর উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা;

(থ) শিক্ষার্থী এবং সকল শ্রেণীর নিয়োগকৃতদের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখা এবং তাহাদের আচরণবিধি প্রণয়ন ও কার্যকরকরণ;

(দ) বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা র্নিধারিত ফিস ও দাবী আদায়;

(ধ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমপ্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য কোন দেশী বা বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন অনুদান গ্রহণ;

(ন) বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন চুক্তি সম্পাদন, উহা বাস্তবায়ন অথবা বাতিলকরণ;

(প) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য পুস্তক ও জার্নাল প্রকাশ;

(ফ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্ম সম্পাদন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান

৬।(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় বা ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং পরীক্ষাগার বা কর্মশিবিরের সকল বক্তৃতা ও কর্ম ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ শিক্ষাদান করিবেন।

(৩) সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিধি অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হইবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অন্য কোন কলেজ বা ইনস্টিটিউট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

(৫) টেক্সটাইল কলেজ বা ইনস্টিটিউটসমূহ পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত অধিভুক্ত হইতে পারিবে।

মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব

৭।(১) মঞ্জুরী কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ও উহার ভবন, হল, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি বা সহযোগী